LECTURE NOTE FOR SEM - 6 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-12-5-2020

PAPER- CC-14

TOPIC- SANSKRIT KARAKA(TRITIYA BHIBHAKTI)

তৃতীয়া বিভক্তি বিধায়ক সূত্রসমূহ বিশ্লেষণ

১। কর্তৃ ও করণকারকে তৃতীয়া---

সূত্র--''কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া''(২।৩।২৮)--এই সূত্রটিকে ভাঙলে আমরা পাই-
কর্তৃকরণয়োঃ(৭মী) +তৃতীয়া।
=কর্তরি(কর্তায়)+করণে (করণে)

অনুবৃত্তি--আলোচ্য সূত্রে ''অনভিহিতে'' এই সম্পূর্ণ সূত্রটি অনুবৃত্তি হবে। এখানে অনভিহিত শব্দের অর্থ হল-অনুক্ত। ফলে সম্পূর্ণ সূত্রটি হবে-''অনভিহিতে কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া''।

দীক্ষিত বৃত্তি--''অনভিহিতে কর্তরি করণে চ তৃতীয়া স্যাৎ।'' এর অর্থ হল-অনুক্ত কর্তায় ও অনুক্ত করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এই বিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাক---

ব্যাখ্যা- রামেণ বাণেন হতঃ বালী। এই বাক্যের অর্থ হল-'রামের বাণের দ্বারা বালী হত হয়েছে'। এই বাক্যটি করণবাচ্যে আছে। এখানে 'রাম' অনুক্ত কর্তা আর 'বাণ' অনুক্ত করণ। এই বাক্যটিকে যদি সরাসরি কর্তৃবাচ্যে আমরা প্রয়োগ করতাম তাহলে বাক্যটি হত-'রামঃ বাণেন বালীং হতবান্'। এখানে 'রাম' কর্তা, 'বাণ' করণ, 'বালী' কর্ম, ও 'হতবান্' ক্রিয়া। এখানে উল্লেখ্য যে, কর্তৃকারকে প্রথমা হবে এমন কোনো সূত্র ব্যাকরণে নেই, তা আছে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা। আর কর্তা উক্ত হলে বা সরাসরি কাজটি করলে সেখানে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা হয়। কিন্তু কর্তা অনুক্ত হলে সেখানে প্রথমা বিভক্তি না হয়ে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। **রামেণ বাণেন** হতঃ বালী এই উদাহরনে রাম ও 'বাণ' এখানে অনুক্ত হওয়ায় **''কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'' এই একই সূত্রানুসারে** 'রামেণ' পদে কর্তৃকারকে তৃতীয়া ও 'বাণেন' পদে অনুক্ত করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

২। অপবর্গে তৃতীয়া--

সূত্র-''অপবর্গে তৃতীয়া'' (২।৩।৬)--এই সূত্রটিতে দুটি পদ আছে। যথা- 'অপবর্গে' ও 'তৃতীয়া'। আলোচ্য সূত্রে 'অপবর্গে' এই পদের অর্থ হল-ফলপ্রাপ্তি বা ফলপাওয়া বা ক্রিয়াসমাপ্তি।

অনুবৃত্তি= আলোচ্য সূত্রে ''অনভিহিতে'' ও ''কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে''(২।৩।৫) এই সূত্রদুটি অনুবৃত্তি হবে। ফলে সম্পূর্ণ সূত্রটি হবে--- **''অত্যন্তসংযোগে অপবর্গে কালাধ্বনোঃ অনভিহিতে তৃতীয়া''**। এখানে অত্যন্তসংযোগে=ব্যাপ্তি অর্থে অপবর্গে=ফলপ্রাপ্তি, 'কালাধ্বনোঃ'= কালবাচক ও অধ্বাচক বা পথবাচক শব্দের উত্তর।

দীক্ষিত বচন- ''অপবর্গঃ ফলপ্রাপ্তিঃ। তস্যাং দ্যোত্যায়াং কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে তৃতীয়া স্যাৎ''। এর অর্থ হল-অপবর্গ শব্দের অর্থ ফলপ্রাপ্তি। ফলপ্রাপ্তি বোঝালে ব্যাপ্ত্যর্থে কালবাচক ও পথের পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

ব্যাখ্যা= আলোচ্য সূত্রটিকে উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাক--১। **সঃ <u>বৎসরেণ</u> ব্যাকরণম্ অপঠৎ।** এটি কালবাচক এর উদাহরণ। এর অর্থ হল-সে এক বৎসর ধরে ব্যাকরণ পড়েছিল। সে পড়েছিল অর্থাৎ এখানে অতীতকাল প্রযুক্ত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তার ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে অপবর্গ দ্যোতিত হয়েছে। তাই 'বৎসরেণ' পদে অপবর্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। কিন্তু **'সঃ বৎসরেণ ব্যাকরণম্ অপঠৎ'** এই বাক্যটিকে যদি **'সঃ বৎসরং ব্যাকরণম্ পঠতি'** এইভাবে বর্তমানকালে প্রয়োগ করা হত তাহলে এর অর্থ হত-সে একবৎসর ধরে ব্যাকরণ পড়ছে। মানে বর্তমানে এখনও পড়ে যাচ্ছে, তার পাঠ এখনও সমাপ্ত হয়নি। ফলপ্রাপ্তি না হওয়ায় কালবাচক 'বৎসর' পদে তৃতীয়া না হয়ে দ্বিতীয়া হয়েছে।
২। **<u>ক্রোশেন</u> অনুবাকঃ অধীতঃ।** এর অর্থ হল-চলতে চলতে এক ক্রোশের মধ্যেই সূক্তগুলি পঠিত হয়ে সমাপ্ত হয়েছে। তাই 'ক্রোশেন' পদে অপবর্গে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

সূত্রে 'অপবর্গে' পদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন--**''অপবর্গে কিম্ ? মাসমধীতো নায়াতঃ।''** এর অর্থ হল-অপবর্গে কী ? একমাস ধরে পঠিত হয়েছে কিন্তু 'নায়াতঃ' (ন সমাপ্তঃ)। অর্থাৎ সমাপ্ত হয় নি। অপবর্গ বা ফলপ্রাপ্তি বোঝানো না হলে কেবল ব্যাপ্তি বোঝালে

''কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে'' সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি হবে। যেমন-মাসম্ ব্যাকরণম্ অপঠৎ। শুধু মাসব্যাপী পড়ার অর্থই বোঝাচ্ছে। ফলপ্রাপ্তির নয়। কিন্তু মাসেন অধীতঃ বললে শুধু পাঠ নয় সমাপ্তিও বোঝায়।

৩। সহার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়া--''সহযুক্তেঽপ্রধানে'' পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাই পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৪। অঙ্গবিকারে তৃতীয়া--

সূত্র- ''যেনাঙ্গবিকারঃ''(২।৩।২০)-যেন+অঙ্গ-বিকারঃ। যেন=যার দ্বারা, যেই অঙ্গের দ্বারা । অঙ্গবিকারঃ=অঙ্গীর বিকার। অঙ্গ=হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গী=অঙ্গানি অস্য সন্তি=অঙ্গী। অর্থ-অঙ্গবান পুরুষ। তস্য বিকারঃ=অঙ্গবিকারঃ। অঙ্গবিকার বলতে সাধারণতঃ চোখ নেই, কান নেই ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ অঙ্গহানিকেই ধরে থাকি। বিকার বলতে কিন্তু হানি ও আধিক্য দুটোই বুঝব। যা স্বাভাবিক নয় তাইই বিকার। হানির উদাহরণ-**অক্ষ্ণা** কানঃ। চোখে কাণা । আধিক্যের উদাহরণ-**মুখেন** ত্রিলোচনঃ। মুখে তিনটি চোখ।

দীক্ষিত বচন- ''যেনাংগেন বিকৃতেন অংগিনো বিকারো লক্ষ্যতে ততস্তৃতীয়া স্যাৎ। অক্ষ্ণা কাণঃ। অক্ষিসম্বন্ধিকাণত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থ।''

অর্থ- যে অংগ বিকৃত হলে অংগীর বিকৃতি লক্ষিত হয়, সেই অংগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-**অক্ষ্ণা** কাণঃ।

ব্যাখ্যা-- সূত্রে 'অংগ' শব্দের অর্থ অংগী। 'অংগবিকার' শব্দের সান্নিধ্যে থাকায় 'যেন' শব্দের অথ্র হবে-'যেন বিকৃতাংগেন' । বাক্যে অংগীর বিকার প্রকাশ পেলেই বিকৃতাংগে ৩ য়া হবে নচেৎ নয়। যথা-বালকঃ অক্ষ্ণা কাণঃ। বালকটি একটি চোখে কাণা। 'বালক' একানে অংগী। , 'অক্ষি' হল অংগ। অক্ষি যেহেতু অন্ধ, অতএব তা বিকৃত। বাক্যে 'কাণ' শব্দটি বালকের বিশেষণ হওয়ায় অংগীর বিকলাংগতা অর্থাৎ বালকটি যে অক্ষিবিষয়ে কাণত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ অন্ধ তা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করা হয়েছে। এবং তার জন্যই বিকৃতাংগ 'অক্ষিতে' ৩য়া হয়েছে। অংগীর বিকলাংগতা প্রকাশ না পেলে ৩ য়া হয় না। সূত্রে 'অংগবিকারঃ' পদটির প্রয়োজনীয়া বিষয়ে দীক্ষিত বলেছেন--**'অংগবিকারঃ কিম্ ? অক্ষি কাণমস্য। '**। অংগবিকারের প্রয়োজনীয়তা কি ? এর উত্তরে দীক্ষিত বলেছেন-অক্ষি কাণমস্য। এর চোখ অন্ধ। এই বাক্যে 'কাণম্' অক্ষির বিশেষণ। পুরুষের নয়। অর্থাৎ এখানে পুরুষের অর্থাৎ অংগীর অন্ধত্ব ভাষায় প্রকাশ না পাওয়ায় 'অক্ষিতে' তৃতীয়া হয় নি।

৫। উপলক্ষণে তৃতীয়া--

সূত্র-ইত্থম্ভূতলক্ষণে(২/৩/২১)-ইত্থম্ভূত+লক্ষণে। ইত্থম্ভূত=অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। লক্ষণে=পরিচায়ক চিহ্ন। যে চিহ্নের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে বিশেষভাবে চেনা যায়।

অনুবৃত্তি-সূত্রে ''অনভিহিতে'' এই সূত্রটি এবং ''কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'' সূত্র থেকে তৃতীয়া পদটির অনুবৃত্তি হবে।

দীক্ষিত বচন--''কঞ্চিৎ প্রকারং প্রাপ্তস্য লক্ষণে তৃতীয়া স্যাৎ। জটাভিস্তাপসঃ। জটা-জ্ঞাপ্য-তাপসত্ববিশিষ্ট।''

ব্যাখ্যা-কোনো পরিচায়ক চিহ্নের দ্বারা যদি ব্যক্তিবিশেষকে চেনা যায় তবে ঐ চিহ্ন বা লক্ষণে তৃতীয়া হয়। এবিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাক-যেমন-ব্রাহ্মণকে পৈতের দ্বারা, তাপসকে তার জটার দ্বারা চেনা যায়। **জটাভিঃ** তাপসঃ। এই উদাহরণ বাক্যে 'তাপসত্ব' একটি বিশেষ অবস্থা। এবং তার পরিচায়ক চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য হল 'জটা' অতএব, তাপসত্বের লক্ষণ জটায় ৩য়া বিভক্তি হয়েছে। একে উপলক্ষণে বা বিশেষণে তৃতীয়াও বলা হয়। লক্ষণ ও উপলক্ষণ শব্দের একই অর্থ(পরিচায়ক), অতএব, উপলক্ষণে তৃতীয়া।

৬। কর্মে বিকল্পে তৃতীয়া--

সূত্র- সংজ্ঞোঽন্যতরস্যাং কর্মণি(২।৩।২২)-সম্-জ্ঞা-অন্যতরস্যাম্ কর্মণি। সম্-উপসর্গ=সম্যক্‌রূপে, জ্ঞা(ধাতু) এটি সকর্মক ও উভয়পদী। অর্থ হল জানা। অন্যতরস্যাম্=বিকল্পে। কর্মণি=কর্মে।

অনুবৃত্তি--সূত্রে ''অনভিহিতে'' এই সূত্রটি এবং ''কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'' সূত্র থেকে তৃতীয়া পদটির অনুবৃত্তি হবে।

দীক্ষিত বচন--''সম্পূর্ণস্য জানাতেঃ কর্মণি তৃতীয়া বা স্যাৎ। **পিত্রা পিতরং** বা সংজানীতে।'' অর্থ হল-সম্ পূর্বক জ্ঞা ধাতুর(উভয়পদী) কর্মে বিকল্পে তৃতীয়া হবে।

ব্যাখ্যা- ‘সম্-জ্ঞা’ ধাতু সকর্মক। আর আমরা জানি সকর্মক ধাতুর যোগে সাধারণভাবেই কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ‘সম্-জ্ঞা’ এই সকর্মক ধাতুর যোগে কর্মে তৃতীয়া বিভক্তিও করা হয়েছে। এটি ব্যতিক্রম নিয়ম। তাই এখানে বিকল্পে তৃতীয়া বলতে হবে। আবার এই ধাতুটি উভয়পদী(পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী) হওয়ায় উভয়পদেই কর্মে তৃতীয়া হবে।

বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাক---**পিত্রা পিতরং** বা সংজানীতে। এর অর্থ হল-পিতাকে সম্যক্‌রূপে জানে। এই উদাহরণে সম্ পূর্বক জ্ঞা এই উভয়পদী ধাতুর প্রয়োগ আছে। এর অর্থ হল-সম্যক্‌ভাবে। এখানে সম্ পূর্বক জ্ঞা ধাতুর প্রয়োগে কর্মবাচক পিতৃ শব্দে ‘পিতরং’ এই দ্বিতীয়া বিভক্তি ছাড়াও ‘পিত্রা’ এই বিকল্পে তৃতীয়া বিভক্তিও হয়েছে।

৭। হেতু অর্থে তৃতীয়া--

সূত্র-হেতৌ(২।৩।২৩)-হেতু+৭মী ১বচন। হেতু শব্দের অর্থ-কারণ। যে কারণবশতঃ কোনো কার্য সম্পাদন করতে হয়, তাকে বলে হেতু। সূত্রের অর্থ হল-হেতু অর্থ বোঝালে তৃতীয়া হয়।

অনুবৃত্তি-সূত্রে ‘‘অনভিহিতে’’ এই সূত্রটি এবং ‘‘কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া’’ সূত্র থেকে তৃতীয়া পদটির অনুবৃত্তি হবে।

দীক্ষিত বচন- ‘‘হেত্বর্থে তৃতীয়া স্যাৎ। দ্রব্যাদিসাধারণং নির্ব্যাপারসাধারণঞ্চ হেতুত্বম্। করণত্বং তু ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং ব্যাপারনিয়তঞ্চ। দন্ডেন ঘটঃ। পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ। ’’

ব্যাখ্যা- হেতু অর্থ দ্যোতিত হলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। হেতু মানে কারণ। যেমন-**বিদ্যয়া** যশঃ। এখানে যশলাভের হেতু বা কারণ হল-বিদ্যা। তাই ‘বিদ্যয়া’ পদে হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

[এই প্রসঙ্গে হেতু এবং করণের মধ্যে ব্যাকরণের দৃষ্টিতে যে প্রভেদ তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। ‘হেতু’ ও ‘করণ’ দুইই কারণ । আর কারণ মাত্রই কার্য থাকে। যা কার্যের উৎপত্তির সহায়ক বা ফলোৎপাদক তাইই কারণ। হেতু ও করণ-উভয়েরই ফলসাধনযোগ্যাতা দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় পাছে হেতু এবং করণ অভিন্ন বলে ভ্রম হয় সেজন্যই আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এদের ভিন্নত্ব প্রতিপাদন করবার

অভিপ্রায়ে বলেছেন---**''দ্রব্যাদিসাধারণং নির্ব্যাপারসাধারণঞ্চ হেতুত্বম্। করণত্বং তু ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং ব্যাপারনিয়তঞ্চ।''**

দ্রব্যাদিসাধারণম্=দ্রব্যাদি=দ্রব্য(বস্তু), গুণ(তার বৈশিষ্ট্য)ও ক্রিয়া। সাধারণ=সমান। দ্রব্যাদিষু সাধারণং দ্রব্যাদিসাধারণম্। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এই তিন ক্ষেত্রেই হেতুত্ব সমান।

নির্ব্যাপারসাধারণম্=ব্যাপার শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বা সচেষ্টতা। নির্ব্যাপার=নিষ্ক্রিয় , নিশ্চেষ্ট। নির্ব্যাপারে সাধারণ অর্থাৎ সমানম্ নির্ব্যাপারসাধারণম্। হেতু সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুইই হতে পারে।
করণত্বং তু=করণত্ব কিন্তু ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং=ক্রিয়ামাত্র বিষয় বা ক্রিয়াই একমাত্র ফল।
ব্যাপারনিয়তম্=ব্যাপারে নিয়তং নিশ্চিতং ব্যাপারনিয়তম্। করণত্বে অর্থাৎ করণকারকে ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া সুনিশ্চিত বা প্রত্যক্ষ করা যায়।

হেতু-- কারণ ও কার্যের বৈশিষ্ট্য দেখেই হেতু ও করণের মধ্যে পাথ্রক্য নির্ণয় করতে হয়। দ্রব্য, গুণ ও কার্য তিন বিষয়েই হেতু হয় এবং এর সঙ্গে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না আবার হেতুত্বে কারণটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় দুইই হতে পারে। তাই আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এবিষয়ে বলেছেন--**''দ্রব্যাদিসাধারণং নির্ব্যাপারসাধারণঞ্চ হেতুত্বম্।''** উদাহরণ- ১। **দন্ডেন** ঘটঃ=দন্ডের দ্বারা ঘট উৎপাদন অর্থাৎ দন্ড ঘোরালে তবে ঘট হবে), ২। **বিদ্যয়া** যশঃ,(যশ লাভের হেতু বিদ্যা) ৩। **পুণ্যেন** দৃষ্টো হরিঃ(পুণ্যলাভের হেতু হরিদর্শন)। এই উদাহরণগুলিতে ঘট-দ্রব্য, যশ-গুণ, দৃষ্ট-ক্রিয়া। এগুলি প্রত্যেকে কার্য। আর দন্ড, বিদ্যা ও পুণ্য 'কারণ' । এদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ। এখানে হেতু সব্যাপার(প্রত্যক্ষ) ও নির্ব্যাপার(প্রত্যক্ষ করা যায় না) দুইই হবে। **'দন্ডেন** ঘটঃ' এই উদাহরণে দেখতে পাচ্ছি-দন্ডের ক্রিয়া বা গতি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, তাই দন্ড সব্যাপার। কিন্তু **'বিদ্যয়া** যশঃ ' **'পুণ্যেন** দৃষ্টো হরিঃ' এই উদাহরণ দুটিতে যশোলাভে বিদ্যার এবং হরিদর্শনে পুণ্যের সচেষ্টতা প্রত্যক্ষ হয় না। তাই বিদ্যা ও পুণ্য নির্ব্যাপার।

অতএব, কার্য ও কারণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে দেখা গেল-

১। প্রথম উদাহরণে দেখা গেল কারণ(দন্ডেন) সব্যাপার বা প্রত্যক্ষযোগ্য আর কার্য(ঘটঃ) দ্রব্য।

২। দ্বিতীয় উদাহরণে কারণ(বিদ্যয়া) নির্ব্যাপার বা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, কার্য(যশ) গুণ।

৩। তৃতীয় উদাহরণে কারণ(পুণ্যেন) নির্ব্যাপার বা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়,

কার্য(দৃষ্টো হরিঃ)-ক্রিয়া।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে 'দন্ডেন', 'বিদ্যয়া' ও 'পুণ্যেন' পদে ''হেতৌ'' সূত্রানুসারে হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

করণ- ''করণত্বং তু ক্রিয়ামাত্রবিষয়ং ব্যাপারনিয়তঞ্চ।'' করণত্বে অর্থাৎ করণকারকে ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া সুনিশ্চিত বা প্রত্যক্ষ করা যায়। উদাহরণ- ১। **দন্ডেন** ঘটং করোতি। ২। **হস্তেন** গৃহ্নাতি ফলম্। এই উদাহরণদুটিতে 'দন্ড' ও 'হস্ত' 'কারণ' এবং 'করোতি','গৃহ্নাতি' কার্য। এখানে সব্যাপার বা প্রত্যক্ষযোগ্য হল দন্ড ও হস্ত। কারণ ঘটনির্মাণে দন্ডের ও ফলগ্রহণে হস্তের সঞ্চালন প্রত্যক্ষ হয়। আর কার্য 'ক্রিয়া' সুনিশ্চিত। তাই দন্ড ও হস্ত 'হেতু' নয় 'করণ'। তাই 'দন্ডেন' ও 'হস্তেন' এই দুটি পদে 'করণে তৃতীয়া' হয়েছে, হেতু অর্থে তৃতীয়া হয়নি।

অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কার্য এই তিন বিষয়েই হেতু হয়, এবং এর সঙ্গে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু করণকারকে সর্বদাই ক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে। এইরূপে ক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ দ্বারা এদের ভেদ নিরূপিত হয়। এটাই হল দীক্ষিতের মতে হেতু ও করণের মধ্যে পার্থক্য।

আবার পাণিনীয় ব্যাকরণের টীকাকার পন্ডিত পুরুষোত্তম দেব হেতু ও করণের মধ্যে আরও একটি পাথ্রক্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেন-**'হেত্বধীনঃ কর্তা কর্তধীনং করণম্'**। কর্তা হেতুর অধীন এবং করণ কর্তার অধীন। যথা- মাতা **শোকেন** রোদিতি। এই স্থলে শোক মাতাকে রোদন করতে বাধ্য করছে। তাই শোক হেতু। কিন্তু রামঃ **কুঠারেণ** কাষ্ঠং ছিনত্তি। এইস্থলে কুঠার রামকে কাষ্ঠচ্ছেদনে বাধ্য করে না বরং কর্তার অধীনে থেকে সে কর্তার ইচ্ছানুসারে ছেদন করে। তাই কুঠার করণ।

আবার, ক্রিয়ার ফলও হেতু হয়। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এবিষয়ে বলেছেন-**''ফলমপীহ হেতুঃ''**। ফল বা কার্যও হেতু। যেমন-**অধ্যয়নেন** বসতি । এখানে বাসের ফল অধ্যয়ন। আবার সেটি বাসের প্রতি হেতুও বটে। তাই **অধ্যয়নেন** পদে হেতু অর্থে তৃতীয়া হয়েছে। করণ যেহেতু সাধকতম কারক সেহেতু তা সর্বদাই পূর্ববর্তী ব্যাপার। অর্থাৎ কারণ; কার্য নয়। কিন্তু কারণের মত কার্যও হেতু হতে পারে। অধ্যয়ন যেহেতু কার্য অতএব, তা সব্যাপার হলেও কোনো ক্রমে করণ হতে পারে না। ফলতঃ হেতু যেখানে কার্য সেখানে হেতু ও করণের ভেদ নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। হেতু যেখানে কার্য সেখানে করণত্বের কোনো সংশয়ই ওঠে না।]

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- [] এর অংশটি হেতু ও করণের মধ্যে পার্থক্য এই প্রশ্নের উত্তরে লিখতে হবে।